পাক্ষিক

আহমদী

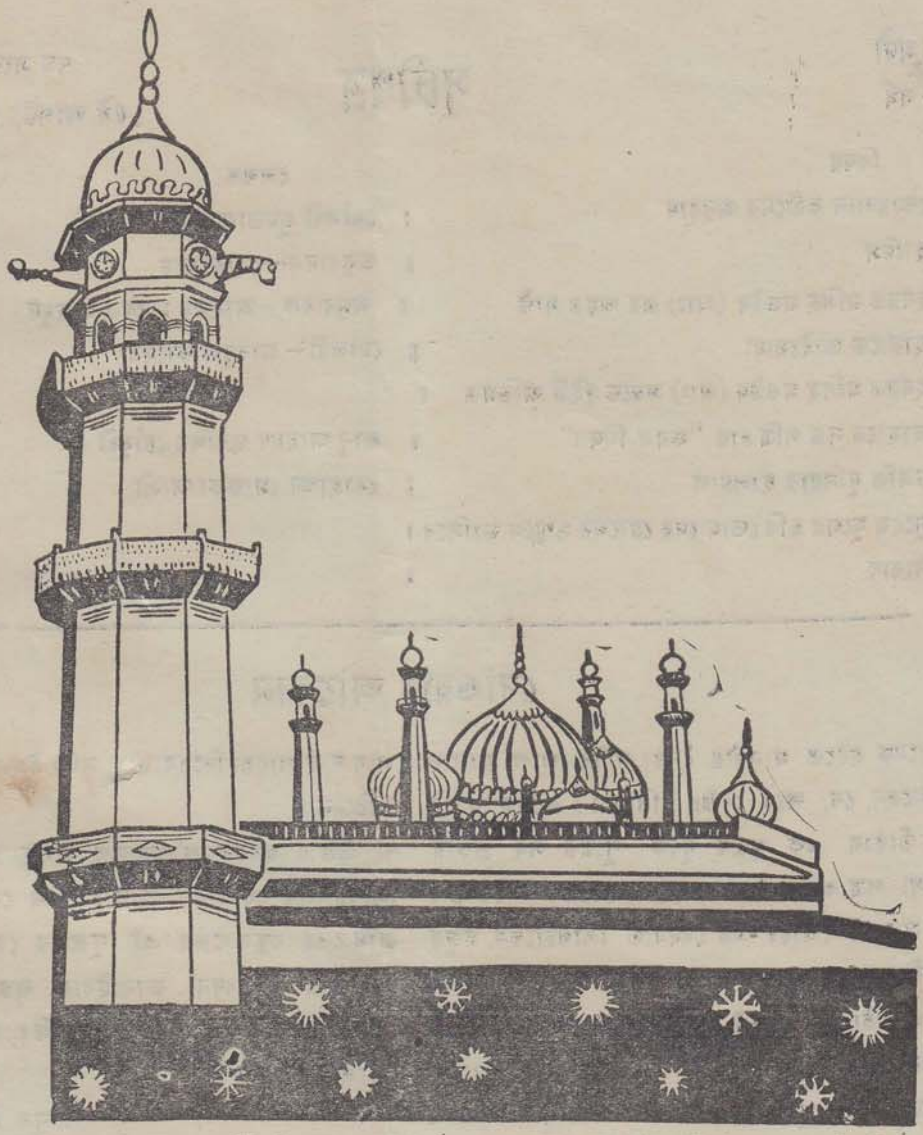

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৭ম সংখ্যা
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৮

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

৭ম সংখ্যা
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৫৭৩
হাদিস	অনুবাদক—মোহাম্মাদ	৫৭৫
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী	অনুবাদক - আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫৭৬
হায়াতে তাইয়্যেবা	মৌলবী – আবদুল কাদের	৫৭৮
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে দুইটি অভিমত		৫৮০
জাহানে নও পত্রিকার "ফরঙ্গ মিথ্যা"	আবু আহমদ তবশির চৌধুরী	৫৮১
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৫৮৪
নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে		৫৮৫
সংবাদ		৫৮৭

দোওয়ার আবেদন

দামেস্ক হইতে মাননীয় সৈয়দ মনীর আল হাসান লিখিয়াছেন যে, শাম দেশীয় (সিরিয়া) জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার এক অসুস্থ যুবক পুত্রের সর্ব প্রকার চিকিৎসা পত্র করিয়া নিরাশ হইয়া হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর খেদমতে লিখিয়াছেন, হুজুর এবং তাঁহার জামাতের সকলে যেন দোওয়া করেন, যাহাতে তাঁহার পুত্রটি আরোগ্যলাভ করে। সে অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। পিতা ওয়াদা করিয়াছেন যে, পুত্র আরোগ্যলাভ করিলে, তিনি সমস্ত আরব দেশ সমূহের সংবাদপত্রে এই দোওয়া কবুলের সংবাদ ছাপাইয়া দিবেন এবং সর্বত্র ইহার স্বাক্ষর প্রচার করিবেন।

উত্তরে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) লিখিয়াছেন যে ঈনশা-আল্লাহ্ তিনি দোওয়া করবেন। জামাতের বন্ধুগনকেও এই যুবকের রোগ মুক্তির জন্য দোওয়ার আবেদন জানাইবার জন্য তিনি নির্দেশ দান করিয়াছেন। বন্ধুগণ! এই রোগীর জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করিবেন।

—আবুল আতা জলন্ধারী।

[আলফজল ঃ—২৩শে জুলাই, ১৯৬৮]

প্রদেশিক আমীরের সফর ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আমীর মুহতারিম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব গত জুলাই—এর প্রথম পক্ষে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার জামাত সমূহ পরিদর্শন করেন। বর্তমান মাসের প্রথম তারিখে উত্তর বঙ্গের জামাত সমূহ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি পক্ষ কালের জন্য ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ১৫ই আগষ্ট : ১৯৬৮ সন : ৭ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সুরা হুদ

[মক্কায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২৪ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে।]

১ম রুকু

১। অযাচিত অনন্ত করুণাকর, পুনঃ পুনঃ পরম দয়াকর আল্লাহ্‌র নাম লইয়া কোরআন পাঠ করিতেছি।

২। আমি আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা, এই মহান গ্রন্থ কোরআন, ইহার বাক্যগুলিকে অপরিবর্তনীয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার ঐ

গুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ; ইহা প্রজ্ঞাময় সম্যক অবগত আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সমাগত হইয়াছে।

৩॥ (ইহার শিক্ষা এই যে,) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করিও না! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁহার পক্ষ হইতে প্রেরিত সতর্ককারী ও শুভ সংবাদ দাতা।

৪॥ এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তোমরা তাঁহার দিকে বিশুদ্ধভাবে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অতি উত্তমভাবে পার্থিব সুখ সম্ভোগদান করিবেন, প্রত্যেক পুণ্যশীলকে তাঁহার (আধ্যাত্মিক) অনুগ্রহ দান করিবেন। এবং যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তবে আমি তোমাদের প্রতি এক মহা দিবসের শাস্তিকে ভয় করিতেছি।

৫॥ আল্লাহ্‌র সমীপে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হইবে এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সম্যক শক্তিমান।

৬। জানিয়া রাখ, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের বক্ষস্থল কুঞ্চিত করে, যেন তাহারা তাঁহা হইতে লুক্কায়িত থাকে। জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই যখন তাহারা নিজদিগকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে, তখনও আল্লাহ্ তাহা অবগত হন, যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি হৃদয়ের কথাগুলি সম্যক অবগত।

৭। এবং পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর খাদ্য দানের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তিনি তাহার স্থায়ী বাসস্থান ও ক্ষনিক আবাসস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন। প্রত্যেক বিষয় বিবৃতিকারী গ্রন্থে (বর্ণিত) আছে।

৮॥ এবং তিনিই (আল্লাহ্), যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবী ছয়কালে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার হুকুমৎ পানীর উপর বিদ্যমান, যেন তিনি পরীক্ষা করিয়া লন তোমাদিগের মধ্যে অধিকতর উত্তম কর্মশীলকে। এবং যদি তুমি বল, নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবে। যাহারা সমাগত নবীকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয় বলিবে, ইহা তো যাদু বৈ অন্য কিছু নহে।

৯। এবং ইহাও নিশ্চিৎ যে, যদি আমরা তাহাদের উপর হইতে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত শাস্তিকে স্থগিত রাখি, নিশ্চয় তাহারা বলিবে, কি জিনিষ ইহাকে বন্ধ রাখিয়াছেন। শুনিয়া রাখ, যে সময় তাহাদের উপর শাস্তি আসিবে, তখন তাহাদের উপর হইতে উহা দূর করা হইবে না এবং যাহা লইয়া তাহারা বিদ্রুপ করিতেছিল, উহা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইবে।

★

॥ হাদিস ॥

পোষাক

[১]

হযরত রসুল করীম (সাঃ) সবুজ বর্ণের পোষাক সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করিতেন।

(বোখারী ও মোসলেম)

[২]

হযরত রসুল (সাঃ) আঁট সাঁট অস্তিন যুক্ত রোমীয় পোষাক পরিয়াছিলেন। (ঐ)

[৩]

আবু বোরদা বলিয়াছেন, আয়েশা একটি ঢিলা পাজামা পরিয়া, চাদরে জড়িত হইয়া বহির্গত হইলেন এবং বলিলেন, এই দুইটি কাপড়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ)-এর প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছিল। (ঐ)

[৪]

হযরত রসুল (সাঃ) চামড়ার বিছানায় শুইতেন, উহার মধ্যে খেজুরের 'ছোব্‌ড়া' থাকিত। (ঐ)

[৫]

হযরত রসুল (সাঃ) চামড়া নির্মিত বালিশ ব্যবহার করিতেন, যাহার মধ্যে খেজুরের 'ছোব্‌ড়া' থাকিত।

(মোসলেম)

[৬]

একটি বিছানা ব্যক্তির নিজের জন্য, দ্বিতীয়টি তাহার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি অতিথির জন্য এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্য। (মোসলেম)

[৭]

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তায়ালা সেই ব্যক্তির দিকে তাকাইবেন না, যে অহঙ্কার দেখাইতে যাইয়া তাহার ইজারা লুটাইয়া চলে। (মোসলেম ও বোখারী)

[৮]

হযরত রসুল (সাঃ) বাম হাতে খাওয়া, এক পায়ে জুতা দিয়া চলা, কঠিন যমিনে হাটা এবং লজ্জাস্থান প্রকাশকারী পোষাক পরা নিষেধ করিয়াছেন।

(মোসলেম)

[৯]

যে ব্যক্তি (পুরুষ) ইহজগতে রেশমী বস্ত্র পরে, সে পরলোকে ইহা পরিধান করিবে না। (বোখারী)

[১০]

হযরত রসুল (সাঃ) সোনা রূপার পাত্রে পানাহার করা এবং রংবিহীন ও রঙিন রেশমী বস্ত্র পরা বা উহার উপর উপবেশন করা নিষেধ করিয়াছেন।

(বোখারী ও মোসলেম)

[১১]

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি রেশমী পোষাক হযরত রসুল (সাঃ)-কে কেহ উপহার দিলে তিনি উহা আমাকে পাঠাইয়া দেন। আমি উহা পরিধান করি। ইহাতে তাঁহার মুখে ক্রোধের ভাব ফুটিয়া উঠে। তিনি বলিলেন, ইহা আমি তোমাকে পরিবার জন্য পাঠাই নাই। ইহা আমি এই জন্য পাঠাইয়াছি যে, উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া মুখাবরনের জন্য মেয়েদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে।

(ঐ)

[১২]

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুল (সাঃ) তাঁহার মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় সংযুক্ত করিয়া বলিলেন, ইহার অতিরিক্ত রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। (মোসলেম)

বর্ণিত আছে যে, তিনি লম্বা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। তিনি দুই, তিন বা চার অঙ্গুলী পরিমাণের অতিরিক্ত রেশম ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

[১৩]

আসমা বিনতে আবুবকর একটি লম্বা রেশমের লাইনিং দেওয়া সিজারীয় (কালো উলের তৈরী, যাহা রোমীয় বাদশাহ সীজারগণ ব্যবহার করিতেন) পোষাক বাহির করিয়া আনিলেন। ইহার দুই দিক রেশম খচিত ছিল। তিনি বলিলেন, ইহা রসুল (সাঃ)-এর পোষাক, যাহা আয়েশার নিকট ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমি ইহা প্রাপ্ত হই। রসুল (সাঃ) ইহা পরিধান করিতেন। আমরা এখন ইহা ধৌত করিয়া আরোগ্যকামী রুগীদিগকে দেই। (ঐ)

অনুবাদক—মোহাম্মাদ

★

॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবানী ॥

রসুল করীম (সাঃ)-এর উচ্চতম মর্যাদা ঃ

অমর রসুল হিসাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবাহের অকাট্য প্রমাণ

এক সময় ছিল, যখন ইঞ্জিলের প্রচারকগন হাটে বাজারে ও পথে-ঘাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় এবং প্রতারনামূলকভাবে আমাদের প্রভু ও নেতা, খাতামুল আম্বিয়া, নবী শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও নিষ্ঠাবানদিগের শিরমণি ও খোদার প্রিয়তম হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এই মিথ্যা রটনা করিয়া বেড়াইত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোন ভবিষ্যদ্বানী অথবা মো'জেযা (অলৌকিক ক্রিয়া) প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হয় নাই; আর এখন এই অবস্থা যে, আমাদের প্রভু ও নেতা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সেই সমস্ত সহস্র সহস্র মো'জেযা ব্যতীত, যাহা অতি প্রামানিক ও ধারাবাহিকভাবে কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত রহিয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার এই দাস ও অধমের মাধ্যমে অভিনব ও নিত্য নতুন শতাধিক এমন ঐশী নিদর্শনও প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন যে, উহাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা কোন বিরুদ্ধবাদী ও অস্বীকারকারী রাখে না। আমি অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সহিত প্রত্যেক খ্রীষ্টান এবং অপরাপর বিরুদ্ধবাদী-গণকে বলিয়া আসিতেছি এবং এখন পুনরায় বলি ইহা বাস্তবিকই সত্য কথা যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সমাগত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ধর্মের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয় যে, উহাতে সর্বদা এরূপ মহা-পুরুষগণের আবির্ভাব হইতে থাকিবে, যাঁহারা তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক, নেতা ও রসুলের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হইয়া ইহা প্রমাণ করিবেন যে, সেই নবী ও রসুল আপন আধ্যাত্মিক কল্যাণরাশীর (প্রবাহমান থাকার) দিক হইতে মৃত নহেন; বরং জীবিত। কেননা সেই নবী, যাহার অনুগমন করা হইতেছে এবং যাহাকে যোজক ও ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহার

জন্য ইহা অত্যাবশ্যকীয় যে, তিনি যেন তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবাহের দিক হইতে চিরঞ্জীব ও অমর প্রতিপন্ন হন।

বস্তুতঃ আপন দেদীপ্যমান চেহারার সহিত সম্মান, উচ্চ-মর্যাদা ও মহিমার আকাশে তাঁহার অবস্থিত হওয়া এবং চিরস্থায়ী, চিরজীবিত, সংরক্ষণকারী ও সর্বশক্তিমান খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার উপবিষ্ট হওয়া এমনই একটি ব্যাপার, যাহা এরূপ বাস্তব ও শক্তিশালী ঐশীজ্যোতিঃ সমূহের দ্বারা এইভাবে প্রমাণিত হওয়া উচিত যে, তাঁহার পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ অনুগমন যেন অনুগামীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া এমন প্রকারে সুফল উদয়ের কারণ হয় যে, সে যেন রূহুল-কুদ্দুস (পবিত্রাত্মা)-এর সাক্ষাৎলাভ এবং ঐশী-কল্যাণরাজী প্রাপ্ত হওয়ার পুরস্কারে ভূষিত হয় এবং আপন অনুগমিত নবী হইতে নূর (আলো) প্রাপ্ত হইয়া আপন যুগের অন্ধকার সমূহকে অপসারিত করে এবং চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে খোদার অস্তিত্বে এরূপ সুদৃঢ়, পরিপূর্ণ ও দীপ্ত বিশ্বাস উদিত করিয়া দেয়, যাহার ফলে তাহাদের পাপের প্রতি আশক্তি এবং কলুষিত পার্থিব জীবন প্রসূত সকল কুপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাহা হইলেই ইহা প্রমানিত হইবে যে, সেই নবী ও রসুল আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত এবং আকাশে তাঁহার সক্রিয় অস্তিত্ব আছে।

অতঃএব, আমি আমার পবিত্র ও শক্তিশালী খোদার নিকট কিভাবে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব যে, আমাকে তিনি তাঁহার প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহিত প্রেম ও তাঁহার অনুবর্তিতার তৌফিক দান করিয়া উহারই কল্যাণ ও প্রতিফলন স্বরূপ আমাকে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভূষিত করিয়া সত্যিকার তাকওয়া (ধর্মপরায়নতা) এবং প্রকৃষ্ট ঐশী-নিদর্শনাবলী প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়া সকলের জন্য এই সত্যকে সপ্রমান ও বাস্তবরূপ দান করিয়াছেন যে, আমাদের সেই প্রিয় মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী (সাঃ) মৃত নহেন, বরং তিনিই উচ্চতম আকাশে তাঁহার সর্বাধিপতি ও সর্বশক্তিমান খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে মর্যাদা ও মাহাত্মের উচ্চতম আসনে উপবিষ্ট আছেন।

اللهم صل عليه و بارك وسلم ان الله
و ملائكته يصلون على النبى يا ايها الذين
امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما ٥

[হে আল্লাহ্! তাঁহার উপর রহমত, বরকত, (আসিশ) ও শান্তি বর্ষণ কর। নিশ্চয় আল্লাতায়ালা তাঁহার উপর চিরন্তন রহমত ও বরকত বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিস্তাগণ তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাইতেছেন। হে যাহারা ঈমান লাভ করিয়াছ! তাঁহার প্রতি দরূদ পাঠাও এবং খুব বেশী বেশী উত্তম প্রকারের সালাম প্রেরণ করিতে থাক]।

[তরইয়াকুল কুলুব কেতাব হইতে]

অনুবাদক: আহমদ সাদেক মাহমুদ

★

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর পবিত্র জীবনী]

মৌলবী আবদুল কাদের

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের জ্ঞানাভিমানের রহস্য নাশ :

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, হযরত আকদাস ২১শে নবেম্বর, ১৮৯৮ সনে যে ইশতাহার প্রকাশ করেন, উহাতে হুযুরের একটি ইলহাম ছিল : اتعجب لامری । "আমার আদেশ বিস্ময়কর মনে করিতেছ।" এই এলহামের উপর মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব আপত্তি করিলেন যে, ইহার এবারত ত্রুটিপূর্ণ। عجب শব্দের صلہ হয় لام فمن ইহার صلہ হয় না। অর্থাৎ তাঁহার মতে "আতা'জাবুলে আমরী-এর স্থলে বিশুদ্ধ এবারত আ-তাজাবু মিন আমরী (اتعجب من امری) হওয়া উচিত ছিল। এই আপত্তির উত্তর হযরত আকদাস ৩০শে নবেম্বর ১৮৯৮ সনের এবং ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ সনের ইশতাহারের সংশ্লিষ্ট টীকায় প্রদান করেন। তদ্বারা মৌলবী সাহেবের অবশিষ্ট সম্মান টুকু ধূলিসাৎ হয়। হুযুর নিজের সমর্থনে দিওয়ানে হেমাসা হইতে পাঁচটি শ্লোক পেশ করেন। উহাদের প্রত্যেকটিতেই عجب শব্দের صلہ ছিল لام এবং من ছিল না। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা এখানে একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। উহা এই :—

عجبت لمسراها وانی تخلصت
الی وباب السجن دونی مغلق

অর্থাৎ সেই প্রেমিকা আমার কল্পনার জগতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল সে কিরূপে আসিল? কারণ আমি তো এমন বন্দিশালায় আবদ্ধ ছিলাম যে, উহার কপাট-গুলিও বন্ধ ছিল।" ১

শান্তি রক্ষার জন্য মোকদ্দমা ও জামানত :

আমরা উপরে বলিয়াছি, ২১শে নভেম্বর, ১৮৯৮ সনের ইশ্‌তাহারে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের লাঞ্ছনা সম্বন্ধে হযরত আকদাস ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর এলহামী বাক্য تر حقهم ذلة ('তাহারা অপদস্থ হইবে') দ্বারা অবৈধ ফল লাভ করিতে চাহিয়া মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালার তদানীন্তন ডিপুটী পুলিস ইন্‌সপেক্টর মুহাম্মদ বখশ কর্তৃক কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করিয়া জানাইলেন যে, মীর্যা গোলাম আহমদ তাঁহার উপর ধ্বংশ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গুরুদাসপুরের ডিপুটী কমিশনার মিঃ ডগলাসের নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন। কেননা, কমিশনার সাহেব ডঃ হেন্‌রী মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমায় এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, মীর্যা সাহেব ভবিষ্যতে কাহারও ধ্বংস বা মৃত্যু হওয়ার ভবিষ্য-দ্বাণী প্রকাশ করিবেন না। মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব ইহাও জানাইলেন যে, ১০৭ ধারামতে শান্তি রক্ষার জামানত গ্রহণ করা গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য। এই রিপোর্ট পাওয়া মাত্র গুরদাসপুরের ডিপুটী কমিশনার মিঃ ডিকসন্

(১) 'তবলীগে-রেসালত', অষ্টম খণ্ড, ১০৫-১০৮ পৃঃ।

১০৭ ধারা মতে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা গঠন করিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের উপরেও এই ধারা মতে মোকদ্দমা পরিচালিত হয়।

উক্ত বিষয়ের মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য হযরত আকদাসকে ভক্তদের সহিত পাঠানকোট ও ধারিওয়ালায় যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ডিপুটী কমিশনারের বদলী হওয়ায় পাঠানকোটে কোন কার্য হয় নাই। ধারিওয়ালায় মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের উকীল মিঃ হার্বার্ট নূতন ডিপুটী কমিশনার মিঃ ডিউয়ীর সম্মুখে এই আপত্তি করিলেন যে, নূতন বিধান অনুসারে একই সময়ে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব এবং মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনা করা যায় না। ডিপুটী কমিশনার এই আইনতঃ বিষয়টি মানিয়া লইলেন। মোকদ্দমা নির্ধারিত হইল ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯ সন। হযরত আকদাস এই তারিখে আত্মপক্ষের সমর্থন করিয়া মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েনের সহিত বিবাদ সংক্রান্ত বিষয় সমূহ বর্ণনা করিলেন। তারপর, আদালতকে বলিলেন যে, তিনি কখনো মৌলবী সাহেবের মৃত্যু বা ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই। তিনি শুধু অপদস্থ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।" ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিউয়ী সাহেব হযরত আকদাসের বর্ণনা গভীরভাবে পাঠ করিবার পর আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কেননা মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধবাদিগণ যে সকল কঠোর শব্দ ও অশ্লীল বাক্য লিখিয়াছেন, মীর্যা সাহেব তদনুপাতে কিছুই লিখেন নাই। তিনি মোকদ্দমা খারিজ করিলেন এবং হযরত আকদাসকে বলিলেন যে, এই সকল পুঁতিময়, দুর্গন্ধ কুৎসিৎ ইশ্‌তাহারের প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহার পক্ষে আদালতের প্রতিকার চাওয়া উচিত।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবও উক্ত মোকদ্দমার কার্যবিধি দর্শনের উদ্দেশ্যে আদালতে আগমন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যাপারটি খাটো করিবার জন্য তাঁহাকেও ডাকিলেন এবং একখানা বিজ্ঞপ্তি লিখিয়া হযরত আকদাস এবং মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব—উভয়েরই দস্তখত গ্রহণ করিলেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে ইহাই লিখিত ছিল যে, "ভবিষ্যতে কোন এক পক্ষ অন্য পক্ষের সম্বন্ধে মৃত্যু সম্পর্কীয় হৃদয় বিদারক বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিবেন না। কেহ কাহাকেও 'কাফের', 'দাজ্জাল', 'মুফতরী এবং 'কায্‌যাব' জ্ঞান করিবেন না। কেহ কাহাকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করিবেন না। কাদিয়ানকে ছোট 'কাফ' দ্বারা লিখিবেন না এবং বাটালাকেও 'ব' দ্বারা লিখিবেন না। উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি মৃদু শব্দ ব্যবহার করিবেন। উভয়ই কুবাচ্য ও গালি হইতে বিরত থাকিবেন। উভয় পক্ষই যথাসম্ভব তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যগণকেও এই নির্দেশগুলি প্রতিপালন করাইবেন। শুধু মুসলমানদের সম্পর্কে উক্ত নীতি বজায় রাখিলে চলিবে না, খৃষ্টানদের সঙ্গেও উহা পালন করিতে হইবে।"

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের লাঞ্ছনা সব দিকেই প্রকাশিত হইল ঃ

মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেবের এই মোকদ্দমা করিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, এই মোকদ্দমার ফলে, (নাউযুবিল্লাহ্) হযরত আকদাস অপদস্থ হইবেন। কিন্তু ফল দাঁড়াইল বিপরীত। হযরত আকদাসের তো কোনই ক্ষতি হইল না। কিন্তু সকল দিক দিয়াই মৌলবী সাহেবের লাঞ্ছনা পূর্ণ মাত্রায় ঘটিল। মৌলবী সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী দৌড়াদৌড়ি করিয়া উলামাদের নিকট হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে কুফরের ফাৎওয়া সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং (নাউযুবিল্লাহ্)

তাঁহাকে "কাফের", "দাজ্জাল", "মুফতরী", "কায্‌যাব" প্রভৃতি উপাধি সমূহের দ্বারা স্মরণ করিতেন—তাহা স্বহস্তে ধৌত করিয়া উহার কার্য-কারিতা সমস্তই বিনষ্ট করিলেন। যদি মৌলবী সাহেবের নিকট সেই সকল ফাৎওয়া যথার্থ ছিল, তবে আদালতে মৌলবী সাহেবের বলা উচিত ছিল, "সাহেব, এই ব্যক্তি আমার মতে বাস্তবিকই 'কাফের' ও 'কায্‌যাব'। আমি তো এই সকল শব্দ ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না।" কিন্তু মৌলবী সাহেব ভীত হইলেন। হযরত আকদাসও বলেন যে, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর "তদা-পেক্ষা আর কি লাঞ্ছনা হইতে পারিত যে, এই ব্যক্তি স্বহস্তে তাহার শৌধকে ভূমিসাৎ করিল।" ১

বাকী রহিল, হযরত আকদাসের দস্তখত। হুযুর প্রারম্ভে কাহাকেও কখনও 'কাফের', 'কায্‌যার' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করেন নাই। হুযুরের কলমে যখনই কাহারও জন্য কোন কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যে হইয়াছে এবং তাহাও আবার আনুপাতিক ও তুলনামূলক ভাবে অত্যন্ত নম্র ও উদার ছিল। সুতরাং, এক্ষণে যখন আক্রমণকারী নিবৃত্ত হইল; তখন আত্ম-রক্ষকের পক্ষে কঠোর শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই রহিল না। অবশ্য, যদি এই প্রশ্ন করা যায় যে, ভবিষ্যতে তাঁহাকেও মৃত্যু ও লাঞ্ছনা মূলক ভবিষ্যদ্বাণী করা হইতে বিরত করা হইয়াছিল, তবে ইহার উত্তর হযরত আকদাসের বরকতময় উক্তি হইতে শ্রবণ করুন :—

"ভিউয়ী সাহেবের বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত বিষয় লিখিত হওয়ার পূর্বেই আমার পক্ষ হইতে উহা বন্ধ করা হইয়াছিল। আমি "আঞ্জামে আথম"—কেতাবে পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া ছিলাম যে, আমি এই সকল লোককে আর সম্বোধন করিতে চাই না, যে পর্যন্ত না ইহারা স্বয়ং আমাকে সম্বোধন করে। আমি আন্তরিক ভাবে এই সকল লোকের নাম শ্রবণ করিতেও ইচ্ছা করিনা।"

বাকী রহিল কোন সরকার হইতে মুহাম্মদ হুসায়েনের 'বৃত্তি' ধার্য হওয়ার কথা, উহা এমন বিষয় যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহাকে 'সম্মান' সূচক বলিতে পারে না। এই সকল রিয়াসতে তো সর্ব-প্রকার ব্যক্তির জন্যই বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করা হয়। বৃত্তি ভোগীদের কাহারও কাহারও কার্য কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করাও লজ্জাজনক। যদি মুহাম্মদ হুসায়েনের জন্য বৃত্তিই 'নির্ধারিত করা হইয়া থাকে, তবে ইহা কিরূপ সম্মানের কারণ হইল? এস্থলে তো, সেই বাক্য স্মরণ যায় যে, بئس الفقير فى باب الامير ('ধনীর দরজায় যায় নিকৃষ্ট ফকির')। ১

এখন রহিলেন মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবীর শিষ্য আবুল হাসান তিব্বতী এবং জা'ফর যটল্লী; তাঁহারাও يعض الظالم على يديه يوثق (অর্থাৎ, "জালেম তাহার হাত কাটিবে এবং প্রতিরুদ্ধ হইবে)। ২ হযরত আকদাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাহাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ লেখা হইতে নিরস্ত হইতে বাধ্য হইল। (ক্রমশঃ)

অনুবাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

(১) ইশ্‌তাহার, ১৭ই ডিসেম্বর ১১৯৯ তবলীগে রেসালত, ৮ম খণ্ড।

(২) ইশ্‌তাহার, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ সন।

*

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে

দুইটী অভিমত

[১৯০৮ ইসাব্দের মে মাসে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) লোকান্তরিত হইলে, পাকভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ শোকজ্ঞাপক বিবৃতি প্রদান করেন। শোকজ্ঞাপনকারীদের মধ্য হইতে দুই জনের বিবৃতি তৎকালীন সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। —সম্পাদক আহ্‌মদী]

পাঞ্জাবের "উকিল পত্রিকায়" প্রকাশিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অভিমত

"তিনি [হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)] এক অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার লেখা এবং কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁহার মস্তিষ্ক ছিল মূর্তিমান বিস্ময়। তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রলয় স্বরূপ এবং কণ্ঠস্বর ছিল কিয়ামত সদৃশ। তাঁহার অঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব উপস্থিত হইত। তাঁহার দুইটি মুষ্টি ছিল বিজুলির ব্যাটারীর মত। তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ ধর্মজগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয় বিষাণ হইয়া নিদ্রিতগণকে জাগ্রত করিতেন। তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় তিনি যেরূপ বিজয়ী জেন রেলের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাহার যে মহান আন্দোলন আমাদের শত্রুগণকে সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়া রাখিয়াছিল ; তাহা যেন ভবিষ্যতেও জারী থাকে।

খ্রীষ্টান ও আর্য-ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মীর্যা সাহেব যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব-সাধারণের মধ্যে সমাদর লাভ করিয়াছে।"

[অমৃতসর হইতে প্রকাশিত ২৩শে জুন তারিখের উকিল পত্রিকা হইতে গৃহীত]

মীর্যা হযরত দেহলবীর অভিমত

দিল্লীর "কার্জন গেজেট পত্রিকার" সম্পাদক মীর্যা হযরত দেহলবী লিখিয়াছিলেন :

আর্যাসমাজী ও খ্রীষ্টানদের মোকাবিলায় মরহুম ইসলামের যে খেদমত করিয়াছেন, উহা বস্তুতঃই অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। তিনি মোনাজেরার রূপকে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিয়াছিলেন এবং হিন্দুস্তানে এক নূতন সাহিত্যের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। একজন মুসলমান হিসাবে, বরং গবেষণাকারী-রূপে আমি ইহা স্বীকার করিতেছি যে, কোন উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন আর্য-সমাজী অথবা পাদ্রীর এমন ক্ষমতাই ছিলনা যে, মরহুমের মোকাবেলায় তাহারা মুখ খুলে। মরহুম পাঞ্জাবী হইলেও, তাঁহার কলমে এরূপ অপূর্ব শক্তি ছিল যে, আজ সারা পাঞ্জাবে নয় বরং সমগ্র হিন্দুস্তানে তাঁহার পর্যায়ে শক্তিশালী লেখক মেলেনা। তাঁহার জোরালো সাহিত্য স্বীয় মর্যাদায় সম্পূর্ণ অপূর্ব। বস্তুতঃ তাঁহার কোন কোন লেখা পড়িলে আত্মবিভোর হইতে হয়। তিনি ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী, বিরুদ্ধাচরণ এবং কুট সমালোচনার অগ্নিসাগর পার হইয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন এবং উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত হইয়াছিলেন।

[কার্জন গেজেট, দিল্লী, ১লা জুন, ১৯০৮]

★

॥ জাহানে নও পত্রিকার "ফরজ মিথ্যা" ॥

আবু আহমদ তবশির চৌধুরী

হেডিং দেখে তাজ্জব হওয়ার কোন কারণ নেই। জনাব মৌদুদী সাহেব মিথ্যা বলা ফরজ বলে ফতওয়া দিয়েছেন (তরজুমানুল কোরআন, মে ১৯৫৮)। তাই মৌদুদী পন্থীদের পত্রিকা 'জাহানে নও' অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মিথ্যা প্রচার ও প্রসারের জন্য আপ্রান চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু কোরআন শরীফে যেহেতু আল্লাহতালা 'লানাতুল্লালে আলাল কাযেবীন বা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লার লানত' বলে মিথ্যা বলা সর্বাবস্থায় হারাম করে দিয়েছেন, সেজন্য মৌদুদী সাহেবের প্রচারিত নূতন বিধান সকলে মেনে নিতে পারছেন না। এমন কি, ওলামারাও পর্যন্ত ইসলামের নামে এই সব অনৈসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে মুসলমান জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মৌদুদীয়তের বিষাক্ত ফেৎনা সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমের অভিমত শুনুন ঃ

১। দরুল উলুম দেওবন্দের সদর মুফ্‌তী মৌলানা সৈয়দ হারুন বলেন, "মুসলমানদের পক্ষে এই আন্দোলনে যোগদান করা উচিত নহে। তাদের জন্য ইহা প্রান নাশক বিষ"। (ইস্তেফতায়ে জরুরী, ৪০ পৃষ্ঠা)

২। মৌলানা রাগিব আহ্‌সান এম, এ বলেন, "জমাতে মৌদুদীয়ত আসলে ইসলামের নামে এক নূতন ধর্ম গড়ে তুলছে।" (নওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২৮শে সেপ্টেম্বর '৪৮ ইং)

৩। দেওবন্দ দারুল উলুমের শেয়খুল হাদিস মৌলানা হুসেন আহ্‌মদ মদনী বলেন, "মৌদুদী এবং তার তাবেদারগণ দ্বীন-ইসলামের মূলে কঠোর আঘাত হননকারী।" (ইস্তেফতায়ে জরুরী, ৯ পৃষ্ঠা) তিনি অন্যত্র বলেছেন, "মৌদুদী সাহেবের কিতাব ও সুন্নতের বার বার উল্লেখ করা একটা তামাসা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তিনি প্রকৃত পক্ষে না কিতাব বিশ্বাস করেন, না সুন্নতকে মান্য করেন বরং সল্‌ফ ও সালেহীনদের বিরুদ্ধে এক নূতন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। আর এই ধর্মের উপর লোকদেরকে চালিত করে দোজখে নিক্ষেপ করতে চান।" (মৌদুদী দস্তুর, ৪৬ পৃঃ)

এ ধরণের আরো বহু অভিমত আছে, যা ভবিষ্যতে পেশ করতে চেষ্টা করব। এখানে মৌদুদী পন্থীদের তাজা মিথ্যার জবাব দিতে যেয়ে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হল। মৌদুদী বিধান-প্রচারকারী 'জাহানে নও' পত্রিকার গত ২৯শে আষাঢ়, ১৩৭৫ সংখ্যায় জনৈক গোলজার আহমদের লেখা 'তাজকেরায়ে আফ্রিকা' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এই পুস্তকের লেখক নাকি ১৯৬০ সালে আফ্রিকা সফর করে এসে এই অভিমত প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই পুস্তকের লেখক আহমদী জামাতের একজন বিরুদ্ধ-বাদী।* অতএব তাঁর লেখা পুস্তক, জামাতের বিরুদ্ধে লিখিত অন্যান্য বইগুলির মধ্যে একটা নূতন সংযোজন

---

* জমাতে ইসলামীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত জামিয়েতে ইত্তেহাদে উলামার তিনি নাজেমে আলাও বটে।

মাত্র। দলীল হিসেবে এই বইয়ের সনদ অন্যান্য বিরুদ্ধ পুস্তকের ন্যায়ই দুর্বল। অতএব এই বইয়ের মুল্য একটি 'টেডি' পয়সারও সমান নয়। কিন্তু তা সত্বেও যদি কোন নিরপেক্ষ পাঠক, উক্ত পুস্তকের হাওয়ালা গুলি একটু মনযোগ দিয়ে পাঠ করেন, তাহলে আমার বিশ্বাস, এর মধ্যেও তিনি আহমদী জামাতের ইসলাম প্রচারের ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করতে পারেন। লেখক একস্থানে বিবরণ দিতে যেয়ে লিখছেন, "ঘানায় আহমদী মিশন কাজ করছে। জিজ্ঞেস করলেন, আহ্‌মদী মিশন শুধু ইংরাজী এলাকাগুলোতে কেন এবং ফরাসী কিংবা অন্যান্য এলাকায় নয় কেন? আমরা এর জবাবে নীরব রইলাম।" পাঠক, দয়া করে বিষয়টি একবার চিন্তা করে দেখুন। অজ্ঞাত প্রশ্নকারীর জামাত সম্বন্ধীয় প্রশ্নে গয়ের আহ্‌মদী লেখকের নিরুত্তর হওয়া ছাড়া আর কি-ইবা উপায় আছে, বলুন? জামাত সম্বন্ধে সঠিক জবাব কেবল আহ্‌মদীরাই দিতে পারেন। এখন আমাদের উত্তর শুনুন। আহ্‌মদী মিশন, শুধু ইংরাজ অধিকৃত এলাকায়ই নয়, বরং ফরাসী, ডাচ ও অন্যান্য এলাকাতেও রয়েছে। ফরাসী ভাষার কোরআনের অনুবাদ করা হয়েছে এবং 'লী মেসেজ' নামক ফরাসী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এরপর বলা হয়েছে, আহ্‌মদীরা বাকী মুসলমানের সঙ্গে নামাজ পড়ে না কেন? এর উত্তরে জেনে রাখা দরকার যে, আহ্‌মদীরা অন্য মুসলমানের সঙ্গে নামাজ পড়তে পারে, তবে জামানার ইমামকে যে অস্বীকার করে, তার ইমামতি করার অধিকার নাই বলে ঐ সব লোকের ইমামতিতে তারা নামাজ পড়ে না। এরপর তিনি গাম্বিয়া মিশন সম্বন্ধে লিখছেন, "আহ্‌মদী মিশনের লোকেরা কখনো কখনো এখানে এসে থাকে। কিন্তু স্থানীয় লোকদের আপত্তিতে এখন তাদের আগমণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।" এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। খোদার ফজলে গাম্বিয়ায় আমাদের কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত মিশান রয়েছে। বার্দহাষ্টে আমাদের প্রধান মসজিদ ও মিশন রয়েছে। মধ্যে মধ্যে গাম্বিয়া রেডিও আহমদী ইমামের খুৎবা রীলে করে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, গাম্বিয়ার রাষ্ট্র প্রধান আলহাজ্ব এফ, এম, সাঙ্গুতে একজন মুখলেস্ আহ্‌মদী। অতএব সেখানে আহ্‌মদী জামাতের প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ ধরণের অবাস্তব কল্পনা একমাত্র বোকার স্বর্গে বসেই করা সম্ভব। এরপর গুলজার সাহেব লিখছেন, সিয়েরালিয়নে নাকি সরকারী ভাবে আহ্‌মদীদিগকে পৃথক ফিরকা বা ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটা খুবই সত্য কথা, আহ্‌মদী জামাত যে ৭২ ফিরকা থেকে পৃথক, তা আঁ-হযরতের (সাঃ)-এর কথা অনুযায়ী আহ্‌মদীরাও বিশ্বাস করে। এরপর বলা হয়েছে; নাইজেরীয়ায় আহ্‌মদী মোবাল্লেগগণ নাকি মুসলমানদের মধ্যেই অধিক তবলীগ করে থাকেন। এতে আপত্তির কি আছে? নামে মাত্র মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা কি অন্যায়? মুসলমানদের ইসলাহ্ করাও মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। মৌদুদী সাহেব 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' নামক পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এমন কোনো ধরণের শির্ক ছিল না, যা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়নি।" এখন জাহানে নও-ওলাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই শির্ক দূর করবার জন্য মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা কি অন্যায়? তাছাড়া, স্বয়ং মৌদুদীপন্থীরাও এই পাকিস্তানের বুকে একমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই তাদের মতবাদ প্রচার করে চলেছে। এরপর গুলজার সাহেব লিখছেন, ঘানার আহমদী জামাতের আমীর নাকি তাকেও তবলীগ করতে ছাড়েন নি।

হা, এতক্ষণে, 'বিল্লি থলিয়া সে নিক্‌ল্‌ আয়া।' এখন আমরা বুঝতে পেরেছি, গুলজার সাহেবের এত খাপ্পা হওয়ার কারণ কি। তাঁকে তবলীগ করার ফলেই যে তিনি আহ্‌মদীদের উপর এত চটে গেছেন, তা আর বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। কিন্তু কি করব বলুন, আপনারা অসন্তুষ্ট হলেও আমাদেরকে তবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কেননা- সৎকাজে আহ্বান এবং অসৎ কাজে বাধা দান মুমেনের উপর আল্লার তরফ থেকে ফরজ করা হয়েছে। ('আহ্‌মদী' জামাতের ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে আফ্রিকা ও আরব জাহানের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত ১৫ই জুলাই সংখ্যার আহ্‌মদীতে পাঠ করুন)।

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মহাপ্লাবনের মহাবিস্ময় ঃ

উপরোক্ত নামে দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় ২৯।৭।৬৮, চট্টগ্রাম হতে ঐ পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি সাম্প্রতিক বন্যার সময়ে ঐ জিলায় সংঘটিত কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রথমে বর্ণিত ঘটনাটির কথা ঐ পত্রিকার ভাষাতেই বলছি ঃ

"বন্যার পানিতে বাড়ী ঘর সব ডুবে যাওয়ায় আনোয়ারার দুটি পরিবার আশ্রয়ের জন্য বড় সাম্পানে চড়ে শহরের দিকে আসছিল। পথে একটি বিল পার হওয়ার সময়ে পানির নীচে কি একটি কঠিন জিনিষের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সাম্পানটি ফেটে যায় এবং তীব্র বেগে সাম্পানের ভেতরে পানি ঢুকতে থাকে। তখন বুড়ো থেকে ছেলে পর্যন্ত দুই পরিবারের সকলেই আকুল হয়ে আল্লার কাছে ফরিয়াদ করতে থাকে, সাম্পান যেন না ডোবে। পরিবারের একজন সাম্পানে দাঁড়িয়ে আজান দিতে শুরু করে। তার আজান দেওয়া শেষ হতেই হঠাৎ সাম্পানের ভেতরে নীচের থেকে পানি উঠা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবার দুইটি অতঃপর সেই সাম্পানে চড়ে শহরে আসতে সমর্থ হয়।

শহরের আন্তি মোহাম্মদ ঘাটে তাদের নামিয়ে দিয়ে সাম্পান চালক কিসের জন্য সাম্পানে পানি উঠেছিল এবং তা বন্ধই বা হোল কেন, তা পরীক্ষা করার জন্য পাটাতন উল্‌টিয়ে দেখে; বাস্তবিক সাম্পানের নীচে একটি বৃহৎ ছিদ্র হয়েছে। আর তাতে আটকে গেছে একটি কাতলা মাছ। মাছটি এমনভাবে আটকে গেছে যে, ছিদ্র দিয়ে পানি উঠার আর রাস্তা নেই। মাছটির কোন নড়াচড়া নেই। সে মৃত।"

আল্লাহ্‌তালা সর্বশক্তিমান। তিনি যখন রক্ষা করতে চান, তখন নিশ্চিত মৃত্যু বা ধ্বংসের হাত হতে আমাদের জন্য অচিন্তনীয়, বা কল্পনাতীত উপায় সৃষ্ট করেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো উপরোক্ত ঘটনা। এখানে দু'টো কথা বিশেষভাবে স্মরনীয়। প্রথমতঃ যারা মোজেজায় বিশ্বাস করেন না, তারা

বলে থাকেন যে, আধুনিক যুগে এসবের কোনই স্থান নেই। আগে বিদ্যাবুদ্ধির প্রসার ঘটেনি বলে মানুষ অযথা মোজেজার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের অজ্ঞানতারই পরিচয় দিতো। অপরদিকে যারা মোজেজায় বিশ্বাসী, তারা মোজেজাকে প্রকৃতির বাইরের জিনিষ বলে মনে করেন। একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলেই দেখা যাবে, দু'দলের মতের মধ্যেই অতিশয়োক্তি রয়েছে। আসলে মোজেজা হলো—মানুষের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্ প্রকৃতির কার্যক্রমের মধ্যে এমন সমন্বয় ঘটান, যা আর কখনও ঘটেনি। এবং মানুষ তার সব বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এমন সমন্বয় কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। (Miracle is a combination of natural forces for the benefit of man in such a way that is unprecedented and unthinkable), এরূপ ঘটনা স্থান ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের ইমান, আমল এবং আল্লাহ্‌র অনুকম্পার সাথেই এর সংযোগ। উপরোক্ত ঘটনাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে মোজেজা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকখানি পরিষ্কার হবে বলে মনে হয়।

★

॥ "নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে ॥"

"হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ! হে দ্বীপবাসিগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সকল সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এইবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নহে, কীট এবং যে তাঁহাকে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

(হকীকাতুল ওহী, পৃঃ ২৫৬ –২৫৮' ১৯০৬ ইসাব্দ)।

ভবিষ্যদ্বানী—হজরত মীর্জা গোলাম আহম্মদ (আঃ)

একনজরে প্রাদেশিক বন্যা পরিস্থিতি

বিপুল পরিমান আবাদী জমি সহ বহু জন পদ বিলুপ্ত ঃ চিলমারী বন্দর বিলীন হওয়ার আশঙ্কা·····

রংপুর জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঃ ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন ও পানি বৃদ্ধি ঃ চল্লিশ হাজার লোক ক্ষতি গ্রস্থ ঃ —আজাদ ১লা জুলাই।

* * *

ব্রহ্মপুত্র নদে পানি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি :

বগুড়া ও রংপুর ৩ লক্ষ লোক বন্যা কবলিত : ১২ ব্যক্তি নিখোঁজ : —আজাদ ২রা জুলাই।

* * *

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ : আউস ও পাট ফসল বিনষ্ট : যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন :

প্রলয়ঙ্করী বন্যার করাল গ্রাসে কুড়িগ্রাম মহকুমার লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্রস্থ : —আজাদ ৫ই জুলাই।

* * *

লাকসাম, বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যা কবলিত :

১৬টি ইউনিয়নের ফসল বিনষ্ট : আড়াই লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ : —আজাদ ৬ই জুলাই।

* * *

প্রদেশের ৯টি নদীতে পানি বৃদ্ধি : আরও ৮টি জেলা বিপদের সম্মুখীন : —আজাদ ৭ই জুলাই।

* * *

সর্বনাশা বন্যার তাণ্ডব অব্যাহত : ৯টি জেলার ৬ হাজার বর্গমাইল প্লাবিত : লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ : —আজাদ ৮ই জুলাই

* * *

বন্যার ফলে লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্রস্থ সতেরোটি জেলার প্রায় ৭ হাজার একর জমির ফসল নিমজ্জিত : —আজাদ ৯ই জুলাই

* * *

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন : চট্টগ্রাম সড়ক প্লাবিত : ১২টি জেলার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি : ৫ লক্ষাধিক একর জমির ফসল বিনষ্ট : —আজাদ ১০ই জুলাই।

* * *

অবিরাম বর্ষণে প্রদেশের বন্যা পরিস্থিতির গুরুতপরক্ত ধারণ : পাঁচলক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ এবং ১০ লক্ষাধিক একর জমির ফসল বিনষ্ট : —আজাদ ১১ই জুলাই।

* * *

৩৩ ঘণ্টায় চট্টগ্রামে সাড়ে ২১ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত : —আজাদ ১১ই জুলাই।

* * *

হাজার হাজার বর্গমাইল প্লাবিত : লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে প্রলয়ঙ্করী বন্যার তাণ্ডব। —আজাদ ১২ জুলাই।

* * *

চট্টগ্রামে ৩৬ জনের মৃত্যু : ১৬টি জেলা বন্যা কবলিত : সমগ্র প্রদেশে এ পর্যন্ত ৫৪ ব্যক্তি নিহত : —আজাদ ১২ই জুলাই।

* * *

৩০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ : প্রদেশের এক পঞ্চমাংশ প্লাবিত : ৫০ হাজার একর জমি নদী গর্ভে বিলীন : বন্যায় ৭২ জনের মৃত্যু : —আজাদ ১৩ই জুলাই

* * *

চট্টগ্রামে নিহতের সংখ্যা ১২৫-এ উন্নীত : কুমিল্লা ও সিলেটে বন্যার পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি : —আজাদ ১৪ই জুলাই।

* * *

ই, পি, ওয়াপদার বাঁধ সমূহে বিরাট ভাঙ্গন : নিহতের সংখ্যা ১৮০ : কুমিল্লা ও সিলেটের অবস্থা ভয়াবহ : —আজাদ ১৫ই জুলাই।

* * *

পানির নীচে মৌলবী বাজারের ৪০ হাজার বাস গৃহ : সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক : —আজাদ ১৬ই জুলাই।

* * *

চট্টগ্রাম জেলার অর্দ্ধেক লোক গৃহ হীন হইয়া পড়িয়াছে : —আজাদ ১৭ই জুলাই।

* * *

বরিশালের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত ঃ

—আজাদ ১৯শে জুলাই।

* * *

পূনর্ভবা নদীর পানির বিপদসীমা অতিক্রম ঃ প্রদেশের একমাত্র বন্যা মুক্ত জেলা দিনাজপুরও প্লাবিত ঃ —আজাদ ২৪শে জুলাই।

* * *

চিলমারী বন্দরের অস্তিত্ব বিলোপ হওয়ার আশঙ্কা ঃ প্রদেশের সামগ্রিক বন্যা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঃ

—আজাদ ২৬শে জুলাই।

* * *

দিনাজপুর ও রংপুরের আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যা কবলিত ঃ —আজাদ ২৭শে জুলাই।

* * *

বন্যার ধ্বংসলীলা অব্যাহতঃ প্রদেশের বহু নয়া অঞ্চল প্লাবিতঃ —আজাদ ২৯শে জুলাই।

* * *

চাঁদপুর শহরে বন্যার পানি প্রবেশ ঃ ফরিদপুরের অবস্থার আরও অবনতিঃ বুড়ীগঙ্গায় বিপদ সীমার উপর পানি বৃদ্ধিঃ ঢাকার কতিপয় অঞ্চল প্লাবিত।

—আজাদ ৩০শে জুলাই।

* * *

নয়া দিল্লী (রয়টার)। পশ্চিম বাংলার উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ এবং কেরালায় স্মরণাতীত কালের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বন্যা: পশ্চিম বাংলার বন্যায় হাজার হাজার গৃহ বিধ্বস্ত, ৫ লক্ষ গৃহহারা ও বন্যা কবলিত ঃ কোটী কোটি টাকার ফসল বিনষ্ট ঃ বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে এত মারাত্মক বন্যা কখনো সংঘটিত হয় নাই ঃ

—জং, ৭ই আগষ্ট।

* * *

নদীগর্ভে জনবসতি ঃ ১৭ লাখ একর জমির ফসল বিনষ্ট ঃ ব্যাপকতায় এবারের বন্যা অন্যান্যবারকে ছাড়িয়ে গেছে: সমগ্র প্রদেশ ৭১ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্থ ঃ —দৈনিক পাকিস্তান১২ই আগষ্ট।

★

সংবাদ

হিজরী সৌর সনের প্রবর্তন

হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) স্বীয় খেলাফত কালে ইসলামের যে বিরাট ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি মুসলমানদের জীবন হইতে ঈসায়ী প্রভাব বিদুরিত করিয়া তৎ-পরিবর্তে মুসলমানদের জীবনে ইসলামী প্রভাব বিস্তারের জন্য ঈসায়ী সনের স্থলে হিজরী সৌর সনের পঞ্জিকার প্রচলন করিয়াছেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, যাবতীয় পার্থিব কার্য করিবার জন্য ইসলামী চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাসের মাধ্যমে ঈসায়ী সনে করা হইয়া থাকে। সুতরাং সৌর বৎসরের ব্যবস্থার মাধ্যমেই ঈসায়ী সনের পরিবর্তে তিনি হিজরী সনের পঞ্জিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবসায় সুবিধার্থে

যাহারা সৌর নিয়মকে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন ইসায়ী সনের পরিবর্তে হিজরী সৌর সন, ব্যবহার করেন। রসুল (সাঃ)-এর হিজরত হইতে সৌর সনের জন্য যে সমস্ত মাসের নাম সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তাহার ভিত্তি রসুল (সাঃ)-এর পবিত্র যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উপর রাখা হইয়াছে। হিজরী সৌর মাস সমূহের নাম এবং নামকরনের কারণ নিম্নে বর্ণিত হইল। প্রকাশ থাকে যে, সৌর গননা হিসাবে রসুল করীম (সাঃ)-এর হিজরতের পর ১৩৪৭ বৎসর গত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে হিজরী সৌর গননায় ১৩৪৭ সালে হইয়াছে। জামাতের বন্ধুগণ শুধু নিজেরাই এই পঞ্জিকা অধিকতর রূপে ব্যবহার করিবেন না, বরং অপরাপর মুসলমান ভাইদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা কর্তব্য, যাহাতে তাহারাও ঈসায়ী প্রভাব হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

ইদানিং হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বিশেষ করিয়া জামাতের অফিস সমূহে হিজরী সৌর পঞ্জিকা ব্যবহারের নির্দেশ দান করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, এই পঞ্জিকায় মাসের তারিখ সমূহ ঈসায়ী মাসের তারিখের অনুরূপই থাকিবে কিন্তু মাসের নাম পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

১। **সুলাহ**—(জানুয়ারী): হুদায়বিয়ার সন্ধির স্মরণে এই মাসের নামকরণ করা হইয়াছে।

২। **তবলীগ**—(ফেব্রুয়ারী): হুজুর (সাঃ) কর্তৃক সমস্ত বাদশাহদিগকে তবলীগী পত্র লেখার স্মরণে ইহা রাখা হইয়াছে।

৩। **আমান**—(মার্চ): বিদায়ী হজের এই সময়ে আ-হযরত (সাঃ) জনসাধারণের মধ্যে শান্তির এলান করেন।

৪। **শাহাদাৎ**—(এপ্রিল): এই মাসে ইসলামের শত্রুগণ প্রায় ৭৭ জন প্রধান সাহাবীকে ধোকা দিয়া লইয়া হত্যা করে।

৫। **হিজরত**—(মে): হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মক্কা হইতে মদিনায় হিজরতের স্মরণে ইহা রাখা হইয়াছে।

৬। **এহ্‌সান**—(জুন): এই মাসে আ-হযরত (সাঃ) হাতেমতাই গোত্রকে বন্দী দল হইতে মুক্তি দান করেন।

৭। **ওয়াফা**—(জুলাই): জাতুরেকার যুদ্ধে সাহাবীদের আদর্শ, সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের স্মরণে এই মাসের নাম রাখা হইয়াছে।

৮। **জহুর**—(আগষ্ট): আ-হযরত (সাঃ) এই মাসে বহির আরবে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করেন।

৯। **তবুক**—(সেপ্টেম্বর): তবুক যুদ্ধের স্মরণে।

১০। **আখা**—(অক্টোবর): আনসার ও মোহাজেরের মধ্যে ও প্রেম ভালবাসা স্থাপনের স্মরণে ইহা রাখা হইয়াছে।

১১। **নবুওয়াত**—(নভেম্বর): এই মাসে আল্লাহ-তায়ালা কতৃক আ-হযরত (সাঃ)-কে নবুওয়াতের পদ মর্যদা দান করা হয়।

১২। **ফতাহ্‌**—(ডিসেম্বর): মক্কা বিজয় কালীন আ-হযরত (সাঃ) কর্তৃক ক্ষমা ঘোষণার স্মরণে। এই মাসের নামকরণ হইয়াছে।

অনুবাদ—চৌধুরী শাহাবউদ্দিন আহমদ

[৯ই ওয়াফা ১৩৪৭ হিঃ সাঃ মাসের 'আলফজল' হইতে]।

পরলোকে মৌলবী আবদুল মালেক খাদিম

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার খড়মপুর নিবাসী আহ্‌মদীয়া জামাতের বিশিষ্ট বুজুর্গ মৌলবী আবদুল মালেক খাদিম ৮০ বৎসর বয়সে স্বীয় গ্রামে ২৭শে জুলাই তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না...রাজেউন)। উল্লেখযোগ্য যে, মরহুম বেশ অনেক দিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন।

জনাব খাদিম সাহেব ১৯১৭ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া রেলওয়ে বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জনাব মৌলানা আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ)-এর তবলীগে ১৯২৫ সালে তিনি আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন এবং তখন হইতে জামাতের সেবায় নিজকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁহার অক্লান্ত সেবা এবং আত্মনিবেদিত কর্মস্পৃহা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। ১৯২৫ সাল হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত জামাতের যত পুস্তক পুস্তিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, উহার সমস্তই তাঁহার সংগ্রহ শালায় রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তিনি প্রকাশ করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল যাবত স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসাবে জনসেবা ও স্বীয় জামাতের খেদমত করিয়া অধিকতর জন প্রিয়তা অর্জন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং কয়েকজন নাতী-নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন।

মরহুমের উদ্দেশ্য ইতিপূর্বে ঢাকা আঞ্জুমান প্রাঙ্গনে একটি শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

[আঃ আঃ মুঃ ইসরাইল প্রদত্ত]

পরলোকে ডাক্তার তোফায়েল আহ্‌মদ

বরিশাল জেলার অন্তর্গত পটুয়াখালী নিবাসী লব্ধ প্রতিষ্ঠ হোমিও ডাক্তার জনাব মৌলবী তোফায়েল আহ্‌মদ সাহেব গত ২৬শে জুন স্বীয় বাসভবনে পরলোকগমণ করেন। (ইন্না...রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

মরহুম সম্ভবতঃ ১৯৩০ ইসাব্দে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন এবং জামাতের সেবায় নিজকে নিয়োজিত করেন। আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করিলে তাঁহার উপর দিয়া বিরোধিতার তুফান বহিয়া যায়; কিন্তু তিনি সকল বিরোধিতায় অবিচলিত থাকেন।

জনাব মরহুম মৃত্যুকালে এক স্ত্রী তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাইতেছি এবং মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

(ঐ প্রদত্ত)

পরলোকে মৌলবী শামসুদ্দিন আহ্‌মদ

ঢাকা জিলার সুলতানপুর নিবাসী ও তথাকার আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌলবী শামসুদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব গত জুলাই মাসে স্বীয় গ্রামে প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। (ইন্না...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি এক স্ত্রী ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

মরহুম আহ্‌মদী জামাত ভুক্ত হইবার পর হইতে তাঁহার সকল প্রচেষ্টা আহ্‌মদীয়াত প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত করেন। সকল বিরোধিতার সময় তিনি দৃঢ়তার সহিত অবিচলিত থাকেন।

তিনি সুলতানপুর অঞ্চলের হোমিও ডাক্তার হিসাবে সুপারিচিত ছিলেন।

আমরা মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে সহানুভূতি জানাইতেছি এবং মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ৯ই আগষ্ট জুমার নামাজ শেষে ঢাকা আমীর সেখ মাহ্‌মুদুল হাসান সাহেব মরহুমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করেন এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে গায়েবী জানাযা পড়ান। সকল মুসল্লিগণ ইহাতে শরীক ছিলেন। (ঐ প্রদত্ত)

● ● ●

তবলিগী দিবস উদ্‌যাপিত ঃ

বিগত ২৮শে জুলাই তারিখে ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি দল বিশেষ প্রচেষ্টা চালাইয়া শহরস্থ বিভিন্ন এলাকার ২৮৯ জন হিন্দু খ্রীষ্টানের নিকট জামাতের পয়গাম পৌঁছাইয়া দেন এবং তাহাদের মধ্যে 'তিনিই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ' 'পুনর্জন্ম' ও 'জন্মান্তরবাদ' প্রমুখ ৪২৯খানা পুস্তক বিতরণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় মুরুব্বীসহ অন্যান্য আহমদীগণ ক্যাথলিক ও ব্যাপটিষ্ট পাদ্রীদের সহিত ধর্মালাপ করেন। কিছু সংখ্যক নন্‌-আহমদী মুসলিমের নিকটও তাঁহারা জামাতের পয়গাম পৌঁছাইয়া ছিলেন।

চট্টগ্রামের জামাত হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সেখানকার জামাতও ইতিমধ্যে একটি ব্যাপক তবলীগি প্রচেষ্টা চালাইয়া ৩০ জন হিন্দু ভ্রাতার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং তাহাদের মধ্যে বহু তকাদিও বিতরণ করেন।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.